সব হারিয়েছি যমুনায়

মো. ফরিদুল ইসলাম

যমুনা নামটা শুনলেই কেমন জানি বুকটা ধকবক ধকবক করে ওঠে। কারণ এই যমুনায় হারিয়েছি আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, ভাবি ও আদরের নিষ্পাপ ভাতিজাকে। রক্ষা পায় নি মাথা গোঁজার ঠাঁই বসতবাড়িটুকুও।

বলছি বর্ষাকালের কথা। সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারদিক যন থর থর করে কাঁপছে। এর মধ্যে বাবা বাড়িতে নেই, ভাইকে নিয়ে গরু চড়াতে গেছে মাঠে। চারদিকে মাঠভরা ফসল বাতাসে যেন আপন মনে দুলছে। এবার ফসলও খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারবে কি না এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় সবাই। কারণ এখন তো বর্ষা মৌসুম, সময়মতো ফসল না তুলতে পারলে সারা বছর খাবে কী!

নদীর পানি ক্রমেই বেড়ে চলছে, সন্ধ্যার মধ্যে পানি প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। এখন সন্ধ্যা গড়িয়েছে। পানি বাড়ার সঙ্গে হচ্ছে মুষলধারায় বৃষ্টি। টিনের ঘরে বৃষ্টির আওয়াজ বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, প্রতিবারের ঝলকানিতে চারিদিক দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বাড়ির চারপাশ ভরাট হয়ে গেছে পানি দিয়ে, যেন নদীর পূর্ণতা পেয়েছে।

বাড়ির সবাই খুব চিন্তায় আছে, এখনও যে বাবা, ভাই গরু নিয়ে মাঠ থেকে বাড়ি ফেরে নি। সন্ধ্যার পর আমি বের হলাম তাদের সন্ধানে ছোটো একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে। জলভরা উত্তাল যমুনায় এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলাম, নদীর মাঝে একা একা ভয়ও করছে। নদীর ছোটো ছোটো ঢেউয়েই ডিঙি নৌকা এশবার এদিকে একবার ওদিকে কাত হচ্ছে! তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম।

বৃষ্টি অনবরত হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যার ফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও চারপাশ দেখা যাচ্ছিল। এদিক ওদিক খুঁজছি আর ভাবছি বাড়ির সবার কথা–কী করছে তারা! বাবা, ভাই কোথায় আছে, আদৌ পাব কি না তাদের সন্ধান। বিশেষ করে আদরের অবুঝ ভাতিজার কথা খুব বেশি মনে পড়ছে।

রাত্রি শেষের দিকে, হালকা আলোয় দেখা যাচ্ছিল চারপাশ, কিন্তু পানি ছাড়া কিছুই দেখতে পারছি না কোনও দিকে। মনে হচ্ছে আদৌ কি আছে আমাদের বসতভিটা! খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পশ্চিম দিকে চোখ পড়ল, দেখি ওই দূরে একটা গাছের মতো দেখা যাচ্ছিল। নৌকা নিয়ে আস্তে আস্তে ঠিক ওখানে গেলাম। দেখালাম সেই আমগাছটা, আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই এই গাছটি ছাড়া।

হারিয়েছি বসতভিটা, হারিয়েছি পরিবারের সদস্যদের। এখন দিশেহারা হয়ে গাছের কাছে বসে কান্না করতে লাগলাম। আর বলতে লাগলাম ওহে নিষ্ঠুর যমুনা নদী, সবাইকে নিয়ে আমাকে কেন রেখে দিলে?